যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

APR. 06 2002

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশ দেড় মাসেও কার্যকর হয়নি

রফিকুল ইসলাম রতন

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ ৭ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেড় মাস আগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নির্দেশ দিলেও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রমের এই অবস্থা দেখে যুগান্তরের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'সরিষার মধ্যেই ভূত।' তবে দুর্নীতির এই চক্রের মূল উৎপাটন তিনি করবেন বলে ঘোষণা করেন। জরুরিভাবে তার আগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য তিনি গত এক সপ্তাহ আগে পুনরায় নির্দেশ দিলেও বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক স্তরের পরিমার্জিত সংস্করণের ৮টি পাঠ্যবইয়ের ১ কোটি ৩১ লাখ কপি মুদ্রণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গত ৮ ডিসেম্বর ৭৫টি প্রেসকে কার্যাদেশ প্রদান করে। এর মধ্যে ৩৯টি প্রেস যথারীতি মুদ্রণ কাজ শুরু করে এবং ১৯টি প্রেস কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাকি ১৭টি প্রেসের প্যাডে সোনালী ব্যাংক রমনা কর্পোরেট শাখার নামে সাড়ে ৪ কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি বোর্ডের হিসাব শাখায় জমা দেয়া হয়। সব ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে ৪টি প্রেস বোর্ডের

নির্দেশ : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৪

নির্দেশ : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ছাপানো চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করে। বোর্ডের উৎপাদন শাখা বোর্ডের গুদাম থেকে কাগজ উত্তোলনের ছাড়পত্রও প্রদান করে। এর মধ্যে একটি প্রেস বোর্ডের গুদাম থেকে ২২ লাখ টাকার কাগজ উত্তোলন করেও নেয়। এরই মধ্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ১১ ডিসেম্বর আকস্মিক হানা দিয়ে নন্দলাল দত্ত লেনের একটি বাইন্ডিং কারখানা থেকে ২০ হাজার পুরনো বই উদ্ধার করেন এবং প্রেসগুলোর ব্যাংক গ্যারান্টি চেক করার জন্য বোর্ডকে নির্দেশ দেন। তদন্তে ১৭টি প্রেসের ব্যাংক গ্যারান্টিই ভুয়া প্রমাণিত হয়। বোর্ডের তদন্তে দেখা যায়, হাসান প্রেস, বিএম প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ও গুডলাক প্রিন্টার্সই অন্যান্য প্রেসের প্যাড ব্যবহার করে বোর্ডের হিসাব ও উৎপাদন শাখার ৭ জন কর্মচারীর যোগসাজশে এই ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা দেয়। বোর্ডের সচিব এই ৪টি প্রেসের নামে ২০ ডিসেম্বর ২০০১ মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করেন।

বোর্ডের তদন্তে আরও ধরা পড়ে, ১৭টি প্রেসের নামে ব্যাংক গ্যারান্টি জমা হয় ৮ ডিসেম্বর এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় ২০ ডিসেম্বর। সেই সময় সবগুলো ব্যাংক গ্যারান্টি তদন্ত করার কথা থাকলেও বোর্ডের হিসাব ও উৎপাদন শাখার ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে আরও ৩টি প্রেসের ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টির কথা গোপন রাখা হয়। পরে গত ২১ ফেব্রুয়ারি উদ্ঘাটিত হয়, প্রিন্টওয়েল প্রেস, এস খান ও এডজাস্টেড প্রেসের ব্যাংক গ্যারান্টিও ভুয়া। এই ৩ প্রেসের বিরুদ্ধেও গত ২৪ মার্চ মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

বোর্ডের কারিকুলাম সদস্য এসএম হায়দারের এক অভ্যন্তরীণ তদন্তে বোর্ডের হিসাব ও উৎপাদন শাখার ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহেই তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়নি। জানা যায়, এর আগেও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্তে দুর্নীতি প্রমাণ হয়েছে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এবারও হয়তো এই ৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী আগের মতোই অভিযোগ থেকে পার পেয়ে যাওয়ার জন্য জোর তদবির করছে।